

*A Century of Service  
Celebrating 100 Years of  
The Bengal Library Association*

# CENTENARY CELEBRATION INAUGURAL CEREMONY

**20 December, 2024  
(10 AM – 2 PM IST)**

**Centenary Auditorium  
Asutosh Siksha Prangan  
University of Calcutta, 87/1 College Street  
Kolkata -700073**



## INVITATION

Dear Sir/Madam/Professional Colleagues and Friends,

We are delighted to announce that The Bengal Library Association is embarking on its centenary celebration, marking 100 years of dedication to the promotion of libraries, literacy, and information services throughout West Bengal and also in India. This monumental event symbolizes our enduring commitment to empowering communities through access to knowledge and education.

We cordially invite you to join us for the grand commencement of this historic celebration.

Please come and join us in celebrating the legacy and future of library services in the country and

neighboring areas. We look forward to your presence and support in making this milestone a remarkable success.

With warm regards,

**DR. JOYDEEP CHANDA**  
General Secretary  
The Bengal Library Association

## OUR JOURNEY

The celebration will continue throughout the year (2024-2025) with the organization of academic discourses, to be delivered by distinguished scholars, educationists, scientists, eminent writers, social workers interested in the proliferation of the library movement, writer-reader meet, debate on different aspects of library and information services and also Conference, Seminars, Training Programmes focusing on Library digitisation, publications and conferring awards on well-known distinguished library professionals.

The Association continues, as usual, literacy programmes irrespective of caste, creed and colours to dispel the darkness of ignorance and crusade against casteism, parochialism, obscurantism and superstition. The Association has earned widely spread acclamation as token of recognition, for all such brilliant performance.

To reach the present stage and stature, the Association has to pass through many a phase, curve and contour. Many intelligentsias in the state and the country as well as in abroad have been directly associated with the Association. Some of them were: Kabiguru Rabindranath Tagore (first President of the Association), Sri Sushil Kumar Ghosh (first Secretary of the Association), Kumar Munindra Deb Ray Mahasay (member of Bengal Legislative Assembly), Sri Tincori Dutta (pioneer of library movement in the state), Smt. Sarala Debi Chaudhurani (Editor of 'Bharati'), Sri Umaprasad Mukhopadhyay (son of Prof. Asutosh Mukhopadhyay and famous travel writer), Sri Apurba Kumar Chanda (Secretary of Kabiguru Rabindranath Tagore and former DPI, West Bengal), Mr. J.A. Chapman (former Librarian of Imperial Library), K.M. Asadullah (former Librarian of Imperial Library), Sri B.S. Kesavan (the first Librarian of The National Library of India), Sri Prabhat Kumar Mukhopadhyay (biographer of Rabindranath Tagore), Dr. Nihar Ranjan Ray (famous historian), Dr. S.R. Ranganathan (National Professor and Padmasree), Prof. Amulyadhan Mukhopadhyay (pioneer of library movement in the state), Sri Pramila Chandra Basu (pioneer of library movement in the state), Prof. Bijayanath Mukhopadhyay (pioneer of library movement in the state), Sri Phani Bhushan Roy (pioneer of library movement in the state), Sri Rajkumar Mukhopadhyay (polyglot and pioneer of library movement in the state), Sri S.M. Ganguly (pioneer of library movement in the state), Prof. Prabir Roy Chowdhury (pioneer of library movement in the state), and many others.

Again, we would like to extend our cordial invitation to you to be a part of this great occasion. Looking forward to receive you in Kolkata on 20<sup>th</sup> December, 2024.

শতবর্ষে পথচলা

100 বছরে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শতবর্ষ উদ্বাপন

সূচনা অনুষ্ঠান

২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

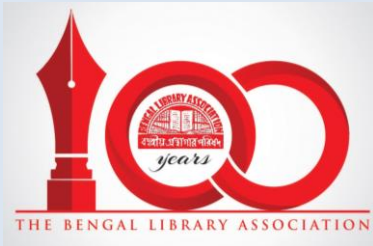
(সকাল ১০.০০টা - দুপুর ২.০০টা)

শতবার্ষিকী সভাগৃহ

আশুতোষ শিক্ষা প্রাঙ্গণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০০৭৩



আমন্ত্রণপত্র

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান অবিভক্ত বঙ্গদেশে এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারগুলির সমুল্লতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিরলস ভাবে চেষ্টা করে আসছে।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে। এই সূচনা অনুষ্ঠানে আপনাকে/আপনাদেরকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং এই রাজ্য তথা দেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারবৃত্তি অক্ষুণ্ণ

রাখতে এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করি।

নমস্কারান্তে,

ড. জয়দীপ চন্দ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শতবর্ষে পদার্পণ

আগামী একবছর ধরে (২০২৪-২০২৫) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের শতবর্ষ উদ্বাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে স্মরণিকা প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ, আলোচনাচক্র, সম্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইত্যাদি। সমাজের নানা অংশের বিশিষ্টজন, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এইসব অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরে থেকেও একাধিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজন এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

পরিষদের সুদীর্ঘ পথচলায় বিভিন্ন বিশিষ্টজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন যাঁরা বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসে একেকজন বরণ্য ব্যক্তিত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী সুশীল কুমার ঘোষ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্মসচিব। কবিগুরুর সচিব শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যিক শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। বাঁশবেড়িয়ার জমিদার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং 'বাঙালির ইতিহাস' রচয়িতা শ্রী নীহাররঞ্জন রায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জে.এ. চ্যাপমান ছিলেন পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির আরেকজন গ্রন্থাগারিক কে.এম. আসাদুল্লাহ এবং ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক বি.এস. কেশবন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শ্রী তিনকড়ি দত্ত এবং শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। 'ছান্দসিক' শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ভাষাচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক, পদ্মশ্রী শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন শুভানুধ্যায়ী এবং তাঁর সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বহুভাষাবিদ শ্রী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের যশস্বী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী ফণিভূষণ রায়, শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রমুখ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

এই সূচনা অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সবাঙ্কব উপস্থিতি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা রূপায়ণে প্রেরণা যোগাবে। আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ কলকাতায় আপনার/আপনাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশী।